2nd Sem, Hons

C - 3, (সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস)

বিষয় ঃ কালিদাসের আবির্ভাব কাল এবং রচনা সমুহ।

Scanned with CamScanner

কালিদাস :

পদ্যকাব্যের ধারায় কালিদাসের কাব্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কালিদাসের কাল নির্ণয় করা হয়েছে। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করা যায় যে, মোটামুটিভাবে কালিদাসের আবির্ভাব-কাল হল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী। তিনি গুপ্ত-বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্যে'র রাজত্বের সূচনা (খ্রীঃ ৩৮০) থেকে স্কন্দগুপ্তের রাজ্যাবসান (৪৬৭ খ্রীঃ)-এর মধ্যে তাঁর কাব্যনাটকাদি রচনা করেন।

কালিদাস তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার এবং সমগ্র সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তিনি অদ্বিতীয় প্রতিভার অধিকারী। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরাও কালিদাসের প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, সেও মূলত তাঁর নাট্যসাহিত্যের জন্যেই। অথচ কালিদাস খুব বেশী নাটক রচনা করেন নি। মাত্র তিনটি নাটক রচনা করে তাঁর সমুচ্চ প্রতিভা বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে অবিনশ্বর আসন অধিকার করে রেখেছে। কালিদাসের নাটক তিনটি হল :

(ক) অভিজ্ঞান শকুন্তল, (খ) বিক্রমোর্বশীয় এবং (গ) মালবিকাগ্নিমিত্র।

এই তিনটি নাটকের মধ্যে **অভিজ্ঞান শকুন্তলই** পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করেছে সমধিক। এই নাটকটি সাতটি অঙ্কে সমাপ্ত। এই নাটকের চারটি রূপ পাওয়া যায়– দেবনাগরী, বঙ্গদেশীয়, কাশ্মীরী ও দক্ষিণ ভারতীয়। এই চারটি রূপের মধ্যে অল্পস্বল্প পাঠান্তরও দেখা যায়।

মহাভারতের আদিপর্ব থেকে এই নাটকের মূল কাহিনী গৃহীত হলেও কালিদাস তাকে অনেকটা রূপান্তরিত করে নাট্যরূপ দান করেছেন। রাজা দুষ্যন্ত শিকারে বেরিয়ে একটি মৃগের অনুসরণ করতে গিয়ে মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে উপনীত হলেন। সেখানে আশ্রমের তাপসদের অনুরোধে আতিথ্যগ্রহণ করলেন। এই সুযোগে শকুন্তলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। শকুন্তলা ঋষি বিশ্বামিত্রের ঔরসে অপ্সরা মেনকার গর্ভজাত কন্যা, মহর্ষি কণ্বের আশ্রিতা ও পালিতা। দুষ্যন্ত তাঁর রূপে মুগ্ধ হলেন, ক্রমে নানা ঘটনার মাধ্যমে

Scanned with CamScanner

তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়ে এবং পরস্পরে প্রেমানুরক্ত হন ; শেষে গান্ধর্ব মতে তাঁদের বিবাহ হয়।

বিবাহ করে রাজা রাজধানীতে ফিরে গেলেন, প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন অবিলম্বে তিনি শকুন্তলাকে রাজধানীতে নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠাবেন। কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেল, শকুন্তলাকে নিতে রাজার লোক আর আসে না। পতি-চিন্তায় শকুন্তলা তখন মগ্ন। এমন সময় ঋষি দুর্বাসা আশ্রমে এলেন আতিথ্য গ্রহণ করতে। কিন্তু পতি-চিন্তায় উন্মনা শকুন্তলা তাঁর প্রতি মনোযোগ না দেওয়ায় দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে শকুন্তলাকে অভিশাপ দিলেন—যাঁর চিন্তায় শকুন্তলা আজ মগ্ন সে-ই শকুন্তলাকে ভুলে যাবে। এই মর্মান্তিক অভিশাপে বিচলিত হয়ে শকুন্তলার সখী অনসূয়া-প্রিয়ংবদা দুর্বাসার কাছে অনুনয় করতে লাগলেন। ঋষি তখন অভিশাপ কিঞ্চিৎ সংশোধন করে বললেন—শকুন্তলা যদি কোনো অভিজ্ঞান (পরিচয়-চিহ্ন) দেখাতে পারে তাহলে রাজা শকুন্তলাকে চিনতে পারবেন।

এই সমস্ত ব্যাপারটা ঋষি কণ্বের অনুপস্থিতিতে ঘটেছিল। কণ্ব যখন আশ্রমে ফিরে এসে এক আকাশবাণীতে দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার বিবাহ-ব্যাপার জানতে পারলেন, তখন তিনি তাঁর দুই শিষ্য শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত এবং বৃদ্ধা গৌতমীর সঙ্গে শকুন্তলাকে দুষ্যন্তের কাছে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। আশ্রম-কন্যা শকুন্তলা অতি কষ্টে আশ্রমের বৃক্ষলতা পশুপক্ষীর কাছে বিদায়গ্রহণ করে পতিগৃহে যাত্রা করলেন। কিন্তু রাজধানীতে উপস্থিত হলে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারলেন না। শকুন্তলার কাছে দুষ্যন্তের একটি আংটি ছিল ; সেটি পরিচয়-চিহ্ন হিসাবে সঙ্গে দিয়েছিলেন সখীরা। সেটি রাজাকে দেখাতে গিয়ে খুঁজে পেলেন না শকুন্তলা। আসলে আসার পথে নদীতে স্নান করার সময় আংটিটি হারিয়ে গিয়েছিল শকুন্তলার কাছ থেকে।

একদিন এক মাছের পেট থেকে সেই আংটি পাওয়া গেল। সেটা দেখে রাজার মনে শকুন্তলার সমস্ত স্মৃতি ফিরে এল। অন্তঃসত্ত্বা শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে রাজার অনুশোচনার অন্ত নেই। এমন সময় একদিন একটা যুদ্ধের পরে স্বর্গরাজ ইন্দ্রের কাছ থকে ফেরার পথে দুষ্যন্ত হেমকূট পর্বতে মারীচের আশ্রমে গেলেন। সেখানে একটি বালককে সিংহশিশুর সঙ্গে খেলা করতে দেখে অজানা কারণে বালকটির প্রতি দুর্বার স্নেহে তাঁর অন্তর উদ্বেলিত হয়ে উঠল। বালকটির সঙ্গিনীদের কাছ থেকে তিনি জানতে পারলেন—সে হল পুরুবংশের এক রাজার সন্তান, তার মায়ের নাম শকুন্তলা। সেখানে শকুন্তলাকে ডেকে আনলেন তাপসীরা। দুষ্যন্তের সঙ্গে শকুন্তলার মিলন হল। দুর্বাসার শাপের কথা শুনে শকুন্তলার মনেও আর কোনো ক্ষোভ রইল না।

কালিদাসের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নাটক বিক্রমোর্বশীয়। এই নাটকটি পাঁচটি অঙ্কে সমাপ্ত ত্রোটক শ্রেণীর রচনা। আধুনিককালে এই নাটকের দু'টি সংস্করণ পাওয়া যায়—উত্তর ভারতীয় ও দক্ষিণ ভারতীয়। এই নাটকের কাহিনীর উৎস পাওয়া যায় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৯৫-সংখ্যক সূক্ত পুরুরবা-উর্বশী সংবাদে। কালিদাস মূল কাহিনীকে দীর্ঘায়ত করে নাট্য-উপযোগী রূপদান করেছেন। বেদের মূল কাহিনীটি ছিল বিয়োগান্ত,

Scanned with CamScanner

কিন্তু আগেই বলা হয়েছে সংস্কৃত নাটকে বিয়োগান্ত পরিণতি বর্জনীয়। তাই কালিদাস একে মিলনান্ত রূপদান করেছেন। কালিদাসের হাতে কাহিনীটি রোমান্টিক প্রেম-কাহিনীর রূপলাভ করেছে। স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে কোনো কারণে একটি অসুর লাঞ্ছনা করে। তখন তাকে অসুরের হাত থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসেন মর্ত্যের রাজা পুরূরবা। এই যোগাযোগের সূত্রে পুরূরবার সঙ্গে উর্বশীর প্রেমের সূচনা হয়। এমন সময় স্বর্গে ভরতমুনি-রচিত 'লক্ষ্মী-স্বয়ম্বর' নাটকে অভিনয় করার জন্যে উর্বশীর ডাক পড়ে। এদিকে উর্বশীর সঙ্গে পূরূরবার প্রেমের কাহিনী পুরূরবার বিবাহিতা পত্নী জানতে পেরে দুঃখিত হন। অথচ উর্বশী স্বর্গে ইন্দ্রকে তুষ্ট করে তাঁর সম্মতি নিয়ে মর্ত্যে আসেন পুরূরবার সঙ্গে বাস করার জন্যে। কিন্তু একটি সর্ত ছিল—পুরূরবা ও উর্বশীর যদি কোনো পুত্র হয় এবং পুরূরবা যদি সেই পুত্রের মুখদর্শন করেন তবে উর্বশীকে আবার ফিরে যেতে হবে স্বর্গে। যাই হোক, উর্বশীকে পাবার পর পুরূরবা মহিষীর অনুমতি নিয়ে সুখে প্রেমের জীবনযাপন করতে লাগলেন। কিন্তু এভাবে বেশীদিন কাটল না। একদিন উর্বশী রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে এক নিষিদ্ধ কুঞ্জে প্রবেশ করেন এবং সেখানে তিনি লতায় পরিণত হয়ে যান। উর্বশীকে না পেয়ে রাজা তাঁর বিরহে কাতর। ভ্রমর, কোকিল, হরিণ যাকেই পান তাকেই জিজ্ঞেস করেন প্রেয়সীর সন্ধান। এমন সময় একদিন দৈববাণীতে এমন এক মণির কথা জানতে পারলেন যা তাঁদের মধ্যে মিলন ঘটাতে পারে—এ হল 'সংগমনীয় মণি'। এই মণি নিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে একটি লতাকে আলিঙ্গন করার সঙ্গে সঙ্গেই লতাটি উর্বশীতে পরিণত হল। ফলে রাজার সঙ্গে আবার উর্বশীর মিলন হল। একদিন একটি বাণাহত শকুনি তাঁদের সামনে এসে পড়ার পরে তাঁরা দেখলেন শকুনির শরীরে বিদ্ধ সেই বাণটিতে লেখা আছে—'উর্বশী ও পুরূরবার পুত্র আয়ু-র বাণ'। উর্বশীর যে পুত্রসন্তান হয়েছে একথা এতদিন উর্বশী রাজাকে জানান নি। কিন্তু এই সন্তানকে যখন ঘটনাচক্রে তাঁর সামনে আনা হয় তখন তিনি তাকে সন্তান বলে স্বীকার করে নেন। পুত্রমুখ দর্শনের পর এবার উর্বশীর বিদায়ের লগ্ন ঘনিয়ে এল। পুরূরবা ও উর্বশী আসন্ন বিচ্ছেদের চিন্তায় কাতর। এমন সময় নারদ এসে সংবাদ দিলেন, স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে অসুরদের বিরাট যুদ্ধ বেধেছে। সেই যুদ্ধে পুরূরবার সাহায্য চাইছেন দেবতারা। প্রতিদানে পুরূরবা পাবেন উর্বশীকে চিরজীবনের সঙ্গিনীরূপে।

কালিদাসের তৃতীয় নাটক মালবিকাগ্নিমিত্র। এ নাটকটিও পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত। বিদিশার রাজা অগ্নিমিত্রের সঙ্গে বিদর্ভের রাজকন্যা মালবিকার প্রণয়কাহিনী এই নাটকে বর্ণিত। মালবিকার প্রতিকৃতি দেখে অগ্নিমিত্র প্রথমেই তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেন। একদিন ঘটনাচক্রে মালবিকাকে উদ্যানে দেখতে পান তিনি। মালবিকাও অগ্নিমিত্রের প্রতি তাঁর অনুরাগের ইঙ্গিত দেন। অগ্নিমিত্র তখন আবেগভরে তাঁকে আলিঙ্গন করেন। এই দৃশ্য দেখে রাজার বিবাহিতা কনিষ্ঠা পত্নী ইরাবতী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন এবং রাজাকে সেই উদ্যানেই অপমানিত করেন। জ্যেষ্ঠা মহিষী ধারিণীও এই নবীন প্রণয় স্তব্ধ করে দেবার জন্যে মালবিকাকে গৃহরুদ্ধ করে রাখেন। কিন্তু বিদূষক কৌশলে আবার রাজার

Scanned with CamScanner

সঙ্গে মালবিকার মিলন ঘটিয়ে দেয়। এ মিলনও পূর্ণাঙ্গ হল না ইরাবতীর জন্যে। এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল বিদর্ভরাজের পরাজয় ঘটেছে। সেই সঙ্গে মালবিকারও পরিচয় জানা গেল—সে বিদর্ভের রাজকন্যা। এদিকে জ্যেষ্ঠা মহিষী ধারিণীর পুত্র বসুমিত্র যবনদের পরাজিত করেছেন।—সন্তানের এই বীরত্ব-গৌরবে ধারিণী পুলকিতা। ধারিণী কোনো কারণে আগেই শপথ করেছিলেন মালবিকাকে একটি পুরস্কার দেবেন। আজকেই এই আনন্দের দিনে তিনি সেই পুরস্কারস্বরূপ অনুমতি দিলেন—মালবিকার সঙ্গে অগ্নিমিত্রের মিলন হোক। ইরাবতীও আনন্দের দিনে আর বাধা দিলেন না। অগ্নিমিত্রের সঙ্গে মালবিকার মিলন হল।

Scanned with CamScanner